দৈনিক বাংলা

তারিখ ...24/5/82...
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম... ... ...

030

উপকরণের মাধ্যমে শিশু-শিক্ষা

আমাদের দেশে শিক্ষা বেশ ব্যয়বহুল। শিক্ষার জন্যে চাই বই-পত্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ও সরঞ্জামাদি। বই-পত্রের খাতে তো বটেই, শিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের উপকরণ ও সরঞ্জামাদির খাতেও যথেষ্ট ব্যয় করতে হয়। কেননা, এসবের দাম বেশ চড়া এবং বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয় বলে খুব সহজে ও কম দামে মেলে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থাই বেশিরভাগ লোকের। সুতরাং শিক্ষার খাতে ব্যয় করার, শিক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির সংস্থান করার ক্ষমতা তাদের নেই। দারিদ্র্য-সীমার নীচে যেখানে অধিকাংশ লোকের অধিবাস, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়ের সংস্থান করার জন্যে যাদের প্রায় প্রাণান্ত হতে হয়, শিক্ষার খাতে ব্যয় করার কথা তারা সহজে চিন্তাও করতে পারে না।

বস্তুত আমাদের দেশে যে শিক্ষার হার খুবই নিম্ন এবং নিরক্ষরের সংখ্যা বিপুল, দারিদ্র্য তার একটা প্রধান কারণ। শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতা ছাড়াও অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব এবং একই কারণে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির সংস্থান করতে না পারা এর জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। শিশু শিক্ষা থেকেই শিক্ষা-জীবনের শুরু। কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা লাভ তো দূরের কথা, শৈশবের শিক্ষা অর্থাৎ শিশু-শিক্ষা থেকেই আমাদের দেশের বিপুলসংখ্যক লোক বঞ্চিত। প্রতিটি শিশুকেই যদি শিক্ষা দেয়া সম্ভব হতো, অন্তত অ-আ-ক-খ শেখার সুযোগ পেতো, তাহলে দেশে নিরক্ষরের তথা সাক্ষরতা জ্ঞানহীন লোকের সংখ্যা এমন বিপুল হতো না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর বলেই তারা শিশু-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তেমন উপলব্ধি করে না এবং করলেও এর জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করার সঙ্গতির অভাবেই শিশুকে শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকে।

যে-কোনো স্তরের শিক্ষার জন্যেই দরকার প্রয়োজনীয় বই-পত্র, উপকরণ ও সরঞ্জামাদি। এসব ঠিকমতো এবং প্রয়োজনমাফিক সরবরাহ করতে না পারলে শিক্ষা ব্যাহত হতে বাধ্য, তা সে শিশু শিক্ষাই হোক কিংবা হোক পরবর্তী স্তরের শিক্ষা। শিশু-শিক্ষা সহজ নয়; শিশুকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা, তাকে শিক্ষা দেয়া রীতিমত কঠিন, আর তা যথেষ্ট ধৈর্য ও শ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার। শিশু-মনস্তত্ত্ব এবং ভালো লাগা-না-লাগার ব্যাপারটি এর সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। শিশুকে আকৃষ্ট করা, লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলার জন্যে দরকার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদি। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, শিশুরা বইয়ের মাধ্যমে যতটা না শিখতে চায়, তার চেয়ে বেশি শেখে উপকরণ ও সরঞ্জামাদির মাধ্যমে। শিক্ষার উপকরণ ও সরঞ্জামাদি শিশুদের কাছে খেলার সামগ্রী বলেই শিক্ষাটা হয় খেলাচ্ছলে ও আনন্দের সাথে।

বই-পত্রের যেমন, অন্যান্য উপকরণ এবং সরঞ্জামাদিরও বিশেষ প্রয়োজন ও গুরুত্ব আছে শিক্ষার ক্ষেত্রে। তবে, শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকরণ ও সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি! কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর এবং শিক্ষা-দীক্ষা-বঞ্চিত বলেই এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে না, আবার অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাবে তাদের পক্ষে সে-সবের সংস্থান করাও সম্ভব হয় না। শিশু-শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থেই দরকার উপকরণ ও সরঞ্জামাদির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করে তোলা এবং এসব উপকরণ ও সরঞ্জামাদি যাতে সহজলভ্য হয় সে ব্যবস্থা নেয়া।

উপকরণের মাধ্যমে শিশু-শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স—এই উভয় ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলেই আশা করা যায়। এ-সংক্রান্ত এক খবরে বলা হয়েছে, 'সাভারস্থ পল্লী-সম্পদ ব্যবহার শিক্ষাকেন্দ্রে গত সোমবার থেকে উপকরণের মাধ্যমে শিশু-শিক্ষা বিষয়ক পাঁচদিনের এক প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে।' আশা করা যায়, বিভিন্ন জেলার ২৫টি শিশু-সংস্থার যে ৩৩ জন কর্মী এতে অংশ নিচ্ছেন, তারা উপকরণের মাধ্যমে শিশু-শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন। এই প্রশিক্ষণ কোর্স-এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আশাব্যঞ্জক দিক হলো, প্রশিক্ষার্থিগণ স্থানীয় উদ্যোগে, স্থানীয় প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে শিক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করা যায়, সে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন।

শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জামাদির ক্ষেত্রেও আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে তৈরি করতে হবে শিক্ষা-সরঞ্জাম, আমদানীর ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করা, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় বাঁচানো এবং উপকরণ ও সরঞ্জামাদি সহজলভ্য করার জন্যেই তা অত্যাবশ্যক। আশার কথা, সাভারস্থ পল্লী-সম্পদ ব্যবহার কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ৫০টিরও অধিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ স্থানীয় উদ্যোগে এবং স্থানীয় সম্পদ দিয়ে উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রশিক্ষণার্থীরা এই কেন্দ্রে এসব উপকরণের সাথেও পরিচিত হবেন।

আমাদের দেশে শিশু-শিক্ষার বিশেষ করে উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব খুবই বেশী এবং এজন্যে দরকার পল্লীসম্পদ তথা স্থানীয় সম্পদ দিয়ে আরও উপকরণ ও সরঞ্জামাদি উদ্ভাবন। উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যাপারেও শিশু-সংস্থার কর্মী ও অন্যান্যদের ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া দরকার, এবং এই প্রশিক্ষণ যাতে শিশু-শিক্ষা বিস্তারে কাজে লাগানো হয়, তা নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ জনই গ্রামের বাসিন্দা এবং শিশুদের সংখ্যাও সেখানেই বিপুল। সুতরাং গ্রামীণ শিশুদের শিক্ষা দিতে হলে, গ্রাম-কর্মীদেরও এ-ব্যাপারে ব্যাপকভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

—সমীক্ষক